B.A 2nd Semester (General)
Paper - CC2
Section - C (Unit-II)

□ সংস্কৃত গল্পসাহিত্যের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের পরিচয় দাও।

সংস্কৃত সাহিত্য তথা ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসে গল্প-সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। গল্প শোনার আগ্রহ মানুষের চিরকালের সহজাত প্রবৃত্তি। সেই আগ্রহের মাধ্যমে প্রাচীন কাল থেকেই ভারতবর্ষে গল্পকথার উদ্ভব হয়েছে। পণ্ডিতদের মতে গল্প সাহিত্য সৃষ্টির পেছনে মূলত তিনটি কারণ আছে— অবসরযাপন, চিত্তবিনোদন এবং রাজকুমারদের নীতি শিক্ষা দান। আমাদের দেশ ভারতবর্ষে বৈদিক যুগ থেকে গল্পকাহিনীর প্রচলন আছে, একথা অনস্বীকার্য যে শিশু শিক্ষার বাহন রূপে গল্পকে নির্বাচন করার কৃতিত্ব বৌদ্ধদের। গল্পসাহিত্যের অন্তর্গত গল্পগুলির দুটি সুনির্দিষ্ট ভাগ রয়েছে, একভাগের চরিত্রগুলি হল মানুষ, আর একভাগের চরিত্রগুলি হল পশুপাখি। সংস্কৃতে এই উভয় শ্রেণীর কাহিনী অবিরাম ভাবে গল্প বলা হয়েছে। এই গল্পগুলিতে একই আঙ্গিকে কাহিনীর রস এবং শ্লোকের আকারে গল্পের সঙ্গে কিছু নীতি বাক্য জুড়ে দেওয়া হয়েছে। এ থেকে বোঝা যায় যে নীতি শিক্ষা দেওয়াই ছিল গল্পগুলির মূল উদ্দেশ্য। সংস্কৃত গল্প সাহিত্যের অন্তর্গত গল্পগ্রন্থগুলি হল পঞ্চতন্ত্র, বৃহৎকথা, হিতোপদেশ, বেতাল পঞ্চবিংশতি, বিক্রমাঙ্ক চরিত ইত্যাদি।

পঞ্চতন্ত্র:⇒ নীতিকথা রূপে গল্পসাহিত্যের মহত্ত্ব মণ্ডিত গ্রন্থ হল পঞ্চতন্ত্র। এর রচয়িতা বিষ্ণুশর্মা। দাক্ষিণাত্যের মহিলারোপ্য নগরের রাজা অমরশক্তির জড়বুদ্ধি সম্পন্ন পুত্রদের নীতিশিক্ষা ও বাস্তববুদ্ধি উন্মেষের প্রয়োজনে বিষ্ণুশর্মা পঞ্চতন্ত্র রচনা করেন। বাইবেলের পর পৃথিবীতে এত বহুল প্রচলিত গ্রন্থ আর নেই, প্রায় পঞ্চাশটি ভাষায় দুশোর ও অধিক সংস্করণে এটি প্রকাশিত হয়েছে। মূল গ্রন্থটি পাঁচটি খণ্ডে বিভক্ত হয়েছে বলে এর নাম হয়েছে পঞ্চতন্ত্র, এই পাঁচটি খণ্ড হল— মিত্রভেদ, মিত্রপ্রাপ্তি, কাকোলূকীয়, লব্ধপ্রনাশ এবং অপরীক্ষিতকারক। পঞ্চতন্ত্রের মূল রচনা গদ্যে রচিত, তবে মাঝে মাঝে উপদেশমূলক কিছু শ্লোক রয়েছে, পঞ্চতন্ত্রের ভাষা সহজ সরল ও অলংকার বর্জিত। গল্পগুলিতে কেবল মাত্র ন্যায়নীতি, ত্যাগ, সততা প্রভৃতি ধর্মের আদর্শ প্রচারই মুখ্য

Scanned by CamScanner

উদ্দেশ্য নয়। পশু-পাখির চরিত্রের মাধ্যমে মানুষের মহত্ত্ব, ভণ্ডামি, সততা প্রভৃতি গুণাগুলি পরোক্ষভাবে ব্যক্ত হয়েছে। গ্রন্থকার রাজনীতি ও বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতায় যে দক্ষ ছিলেন তা তাঁর গল্পের মাধ্যমে প্রকাশ পাই। গল্পের উদ্দেশ্য যে মনোরঞ্জন বা নীতিশিক্ষাদান তা সার্থকভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে।

বৃহৎকথা:⇒ সংস্কৃত গল্প সাহিত্যে প্রাচীনতম গল্পগ্রন্থ হল গুণাঢ্য রচিত বৃহৎকথা। মূলগ্রন্থটি সাতলক্ষ শ্লোকে এবং পৈশাচি প্রাকৃত ভাষায় রচিত। কিন্তু বর্তমানে এই গ্রন্থটি লুপ্ত এবং এটি লুপ্ত হয়ে যাওয়ায় ভারতীয় গল্প সাহিত্যের মহতি ক্ষতি হয়েছে। তবে এই মূল গ্রন্থকে অবলম্বন করে পরবর্তীকালে সংস্কৃত ভাষায় তিনটি গ্রন্থ রচিত হয়। সেগুলি হল—

① বুদ্ধস্বামীর বৃহৎকথা শ্লোক সংগ্রহ।
② ক্ষেমেন্দ্রের বৃহৎকথা মঞ্জরী।
③ সোমদেব ভট্টের কথা সরিৎসাগর।

'কথাসরিৎসাগর' শুধু সংস্কৃত গল্প সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ নয়, পৃথিবীর প্রাচীনতম ও বৃহত্তম গল্প সংকলন গ্রন্থ। এই গল্পগ্রন্থ থেকে তৎকালীন সমাজের অনেক মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। এই গ্রন্থটিতে সমাজে শৈব ও বৌদ্ধধর্মের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। সমাজে নিম্নশ্রেণীর মানুষ চোর, জুয়াড়ি, ধূর্ত, বিদূষক, গণিকা প্রভৃতি চরিত্রগুলি এই গ্রন্থে চিত্রিত হয়েছে। তাই এই গ্রন্থের ঐতিহাসিক মূল্য কম নয়।

হিতোপদেশ:⇒ গল্প সাহিত্যের আর এক উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল নারায়ণ শর্মা রচিত হিতোপদেশ। পঞ্চতন্ত্রের রচনারীতির আদর্শেই হিতোপদেশ রচিত হয়েছে। পাটলিপুত্রের রাজা সুদর্শনের পুত্রদের বিদ্যাশিক্ষা দেওয়ার জন্য নারায়ণ শর্মা সহজ সরল ভাষায় এই গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। গ্রন্থটি চারটি অধ্যায়ে বিভক্ত- মিত্রলাভ, সুহৃদ্ভেদ, বিগ্রহ ও সন্ধি। হিতোপদেশের ৪৩টি গল্পের মধ্যে ২৫টি গল্প পঞ্চতন্ত্র থেকে নেওয়া হয়েছে, গ্রন্থকার সেকথা প্রথমেই স্বীকার করেছেন। হিতোপদেশে সন্নিবেশিত গল্পগুলি হল কল্যাণকটকে ভৈরব ব্যাধের কথা, অরণ্যচারী মৃগ-কাক-শৃগাল কথা, চম্পকবতী নামক সিংহের কথা, মন্দর পর্বতের দুর্দান্ত, গোদাবরী নদীর তীরে বিশাল শাল্মলীতরু, প্রভৃতি গল্পগুলিতে বালক-বালিকাদের যেমণ কল্পনার রাজ্যে মায়া সৃষ্টি করে তেমনি তাদের মনে অনবদ্য আনন্দ যোগায়।

Scanned by CamScanner

অজাত মুনি-ঋষির কথা, বীরবলের উপাখ্যান, নীলবর্ণ শৃগালের গল্প প্রভৃতি গল্পগুলি গল্পকারের রচনার গুণে অত্যন্ত মনোজ্ঞ হয়ে উঠেছে। এই গ্রন্থটি বাংলাদেশে বেশি জনপ্রিয় ছিল। পঞ্চতন্ত্র থেকে গল্পগুলি সংগ্রহ করলেও নারায়ণ শর্মা তাঁর গ্রন্থে নিজস্ব কিছু মৌলিকত্ব সংযোজন করেছেন। গ্রন্থটির রচনা অত্যন্ত সহজ ও সরল। গল্পগুলির সঙ্গে নীতি ও উপদেশমূলক শ্লোক সংযোজিত হয়েছে।

বিক্রমাঙ্কচরিত:⇒ রাজা বিক্রমাদিত্যকে কেন্দ্র করে ৩২ টি গল্পের আর একটি সংকলন গ্রন্থ হল সিংহাসন দ্বাত্রিংশিকা বা বিক্রমাঙ্কচরিত। মহারাজ বিক্রমাদিত্য দেবরাজ ইন্দ্রের কাছ থেকে সিংহাসন লাভ করেন। বিক্রমাদিত্যের মৃত্যুর পর সেই সিংহাসন ভূগর্ভে পতিত হয়। পরবর্তী কালে ধারা রাজ্যের অধিপতি ভোজ এই সিংহাসন উদ্ধার করেন। দেখা যায় যে ওই সিংহাসন গাত্রে অঙ্কিত ৩২ টি পুত্তলিকার নিজ নিজ কাহিনী এই গ্রন্থে রয়েছে। গল্পের রচনা রীতি সহজ ও সরল।

বেতাল পঞ্চবিংশতি:⇒ ২৫ টি গল্প নিয়ে রচিত বেতালপঞ্চবিংশতি গল্পসাহিত্যের আর একটি অমূল্য সম্পদ। এর রচয়িতা রূপে আমরা জনৈক শিবদাসের নাম পাই। রাজা বিক্রমাদিত্য এক সন্ন্যাসীর অনুরোধে শ্মশানস্থ এক বৃক্ষের ওপর থেকে এক শবকে আনার জন্য গমন করেন। সেই শবটিকে আশ্রয় করে একটি বেতাল বাস করত। বিক্রমাদিত্য যতবার ওই শবটিকে গাছ থেকে নামিয়ে নিয়ে আসেন, বেতাল ততবার তাঁকে একটি গল্প শোনায় এবং গল্পে বর্ণিত সমস্যার সমাধান করতে বলে। বিক্রমাদিত্য প্রতিবারই যথাযথ উত্তর দেন এবং উত্তর দেওয়ার পর বেতাল আবার গাছে ফিরে যায়। এইভাবে ২৫ টি গল্প বেতাল বিক্রমাদিত্যকে বলেছিলো। এই ২৫ টি গল্প এই এই গ্রন্থে আছে। গল্পের রচয়িতা যেই হোক না কেন গল্প বলার এক অসাধারণ দক্ষতা যে তাঁর মধ্যে ছিল প্রতিটি গল্পেই তার পরিচয় আছে, এই গল্পগুলি থেকে বিক্রমাদিত্যের সমকালের ভারতবর্ষের প্রচলিত সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের বিচিত্র জীবন যাত্রার চিত্র, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান জানা যায়।

Scanned by CamScanner

পুরুষপরীক্ষা ⇒ মৈথিল কবি বিদ্যাপতি রচিত পুরুষপরীক্ষা গ্রন্থে ৪৪টি গল্প সংকলিত হয়েছে। বিদ্যাপতি শিবসিংহের সভাকবি ছিলেন, তিনি রাজা শিবসিংহের নির্দেশে বালকদের নীতিশিক্ষা ও পুরনারীগণের চিত্তবিনোদনের জন্য মনোজ্ঞ কাহিনী রচনায় প্রয়াসী হয়েছেন। গল্পগুলির সবই মনুষ্য চরিত্র অবলম্বনে রচিত। প্রকৃত পাত্র বা পুরুষের গুনাবলী পরীক্ষাই আলোচ্য গ্রন্থের মূল বিষয়। সমাজের নানাস্তরের পুরুষের চরিত্র চিত্রিত হয়েছে এই গ্রন্থে। দানশীল, দয়াবান প্রভৃতি গুনধর পুরুষচরিত্র যেমন রয়েছে তেমনি চোর, অসাধু প্রভৃতি নানা মন্দ-পুরুষের চরিত্রও চিত্রিত হয়েছে। তাই বলা যায় পুরুষপরীক্ষা নানা বর্ণের নানা রসে সমৃদ্ধ গল্পসাহিত্য।

Scanned by CamScanner